ব্যাকুল হইলেন।   ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মন রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত   আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বনিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছেন।   ইত্য বসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সে অলঙ্কার সমেত ব্রাহ্মনের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্রবা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত ব্রাহ্মন আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আর আমি কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দুত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া ব্রাহ্মনকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিল।

ব্রাহ্মন বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলা। ব্রাহ্মন বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাই য়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মন কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মন কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মন পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধি রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মন বলিলেন আমার ধন লোভে এ পাপ বুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অন ন্তর রাজা মন্ত্রিগনদিগে অবলোকন করি লেন। মন্ত্রিগনেরা কহিলেন যে মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তত্ক্ষনে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মন

অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ হইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মনের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্য আদর না করিয়া ব্রাহ্মনকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মন রাজার বৈশিষ্ঠ্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ঠ হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজ পুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মনকে কহিলেন হে ব্রাহ্মন তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মন কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারন আমি এ রূপ ব্যাপার করিয়াছিলাম। তদন্তর রাজা ব্রাহ্মনকে অনেক

ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মন আপন
গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা
ভোজরাজাকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজ
রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্যের যে রূপ উপকারজ্ঞতা
তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলে এই রূপ উপ
কারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিং
হাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজা
এই রূপ উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাহি ইহা
বুঝিয়া সে দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্থী কথা সমাপ্ত।—

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রী ভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরু
পন করিয়া অভিষেক কারন মন্ত্রিগনের

সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী নগরে মন্ত্রীগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাত যাইব তুমি মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারি রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বন রক্ষককে রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল উদ্যান পালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম

করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগিরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কঙ্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ লতা নূতন পল্লব পুষ্প ফলে শোভিত হইয়াছে এই সময় কালে বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণীগণের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর সুরতিতে পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন কোথাও জল ক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলী গৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও

নারীগনের যার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধি করিতেছেন। ইহা দেখিয়া এই রূপে বসন্ত কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভোগ করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তাপস্বী বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করনে ক্ষীন শরীর রাজার বন বিহার দর্শনে বিকার প্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারনে দিব্য অলঙ্কার পরনে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষনে উত্তম পালঙ্গ শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রানে জাতীফল লবঙ্গ এলাচ কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বুল চর্ব্বনে গীত বাদ্য শ্রবনে নর্ত্তক নর্ত্তকী নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করনে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাত কার হয় তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে। এই ভাবি সন্দিগ্ধ

অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবত কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মসুখার্থে এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যত সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যত সুখ হওনের প্রমাণ কি। এই কথা নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধের নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন। রাজা যোগীকে দেখিয়া বহুমান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কাল অবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য

আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পূরণ কর্ত্তব্য হয়। এই মনের মধ্যে বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগীকে দিলেন। একশত নানালঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষী হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগীকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিৎ হইতে

অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন।
এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজ রাজকে
কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে যদি এতা
দৃশ দান শক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে
বসিবার যোগ্য হও ভোজরাজা সে দিবস
ফিরিয়া গেলেন।— ইতি পঞ্চমী কথা।—

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয়
করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে
আরোহন করেন। এই সময় ষষ্ঠী পুত্ত
লিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজভোজ
রাজা বিক্রমাদিত্যে তুল্য যে পরোপকারক
হয় সে এই সিংহাসেনে বসিবার যোগ্য।
ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমা

দিত্যের উপকারতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনযোগ কর। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্বস্ববর্নের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রানান্তে ও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্ম শরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্ম চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বনিক থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপনার ধনের পরিমান আপনি জানেন না যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি তাহা ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুন্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই

বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার অনেক দান
ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারন দেশান্তরে
গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমন করিয়া সমুদ্রের
মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই
স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের
নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরের চারি
দিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মনিতে রচিত
আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য
সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের
দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক আছে মস্তকের
সমীপে এক প্রস্তরে কথোক গুলি অক্ষর
লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যাপি
আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে
তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হবে। এই
সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান
হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া
আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত

কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন শ্রীনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রীনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া শ্রীনদত্ত পূর্ব্বে যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাতে দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিত উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীবত শরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান

করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক ছেদন করিতে ওদ্যত। ইত্যবসরে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি ওত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবী যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি ওত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে ওদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ওঠে এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুই জনা গাত্রোত্থান করিল দেবী অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জনা সেই দেশে রাজা রানী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজ ধানীতে আইলেন।

ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন মহা, রাজা বিক্রমাদিত্য এই রূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজার এই রূপ পরোপকারতা আপ নাতে নাহি ইহা জানিয়া সে দিবস নিরস্ত হইলেন।

ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্ত।

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজা সিংহাসনের পাশে আসিয়া উপস্থিত হবা মাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিতের

সর্ব্বপ্রাণীর সমান উপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্ব প্রাণীর উপকারতা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমন করিয়া কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সেই দেশে ধনবান এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশবাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলিদেয় তবে এই পুস্করণীতে জল থাকিবে নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দুশ ভার সুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের

সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লেখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব। অন্যং দেশ হইতে যেং লোকেরা আইসে তাহার নিজ শরীর বলিদিতে স্বীকার করে না। না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তি নগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিল। রাজা এ সকল কথা শুনিয়া কৌতুক প্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে প্রচ্ছন্ন রূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎপর অর্দ্ধরাত্রিতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতা সকল আমি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্ট হন। ইহা কহিয়া আপনার

মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতা তত্ক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন। কহিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলাম বর যাচঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবী যদি আমাকে তুষ্ট হইলা তবে সকল প্রাণীর উপকারের জন্যে এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জল পূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এই রূপ সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক এমত গুন যদ্যাপি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজরাজা এতাদৃশ সর্ব্ব

প্রাণী হিতাচরণ আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।—

ইতি সপ্তমী কথা সমাপ্ত।—

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।—

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজা সকল অভিষেক সামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজা শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপুরক সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলিকা

বলিলেন হে রাজা শুন অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমা দিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ পুরে ত্রিপুরাকর নামে রাজ পুরোহিত বাস করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নাম তিনি অত্যন্ত মূর্খ ত্রিপুরাকর আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্বদা ভাবিত থাকেন এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসারে জীব মনুষ্যজন্ম অনেক পুণ্যের ফল পায়। জীব মনুষ্যশরীর পাইয়া যদি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন তবে মনুষ্যজন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহার মনুষ্যের পশুর অবিশেষ তবে পশু হইতে মনুষ্যের এই ইতরতম যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয় আর দেখ রাজত্ব হইতে পাণ্ডিত্য

বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধন হইতে বিদ্যা ওপাদেয় ধন অন্য ধনের চৌর অগ্নি রাজাদি ভীত আছে বিদ্যা ধনের সে ভয় নাঞি এবং আর ধন সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীন হয় বিদ্যা ধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন না বিদ্যা ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষন আছেন সকল হইতে বিদ্যা বড় ভূষন কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পান জরা বস্থাতে শোভা পান না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি ওপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরণ

তুল্য ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ পুত্র না হওন হইয়া মরা বাঁচিয়া থাকিয়া মুর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া হইয়া মরা ভাল। মুর্খ হওয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদিষ্ট ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মুর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব বলি মুর্খ পুত্রের মরণি ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যা উপায় করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধ মন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশী সে বাটীর মধ্যে যায় ঐ কন্যা কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষন করে এই রূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে

সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজার সে কন্যা দেখাতে কিছু মাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী জীতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবা মাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট হবাতে নরমোহনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি আমাকে রাক্ষস হইতে ত্রান করিয়া প্রান দান দিলা অতএব আমি তোমার শরনাপন্ন হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যা তুমি যদি নিতান্ত আমার শরনাপন্ন হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতি পালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বস্ত

পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন। অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যে রূপ পর বাঞ্ছা পূরক তাহা শুনিলে যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঞ্ছা পূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজ রাজা এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন।

ইতি অষ্টমী কথা সমাপ্ত।

নবমী পুত্তলিকার কথা।

ভোজ রাজা পুনর্ব্বার এক দিবস নির্ব্বাণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন। ইত্যেমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ব যার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্বতা। পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক সিদ্ধ নিরাকাঙ্খা পরম বৈরাগযুক্ত যাহাকে যাহা বলে তার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগীর এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ

শুনিয়া যোগীকে আনিবার কারণ সভাসত্ত পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহিলেন আমার রাজার নিকট গিয়া প্রয়োজন কি যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃনতুল্য যমকে জানে যে নির্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃন প্রায় জানে যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃন সমান মানে। যোগীর এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোক রাজার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিষ্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগীর নিকটে আইলেন যোগী রাজার

রাজ চিহ্ন ও মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন। এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজর অমর নিরোগী হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুন থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজা আপনার এত গুন নাহি বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন।—

ইতি নবমী কথা সমাপ্ত।—

দশমী পুত্তলিকার কথা।—

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারন শ্রীভোজরাজা সিংহাসন সমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কিদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুনবান ছিলেন তাহা কহি। এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারন যোগপাদুকা আরোহন করিয়া চলিলেন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেং

এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষের ওপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষীর পরিবারগন নানা দেশে আহার প্রচারন করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের ওপরে আসিয়া পক্ষীরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন আজ আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরনের দুঃখের বৃত্তান্ত মনযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা। এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে ওদ্যত হইল। এই ভয় প্রযুক্ত সকল প্রজাতে পরামর্শ

করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমার দের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজা পালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষন করিতে ওদ্যত হও এমত ওপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারন প্রতি দিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন অবধি প্রত্যহ এক২ মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ঠ থাকে প্রজাদিগের অধিক ওপদ্রপ করে না। আমি আজি সেই দেশে চরনে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষন করিবে এই নিমিত্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষীর কথা শুনিয়া যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া

যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষন করে সেই স্থানে পক্ষীর মিত্র পুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষন করিতে দিবার কারন মরন ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষন করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুন্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহার স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য

করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তম পুরুষ তুমি বড়ই পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। আমার স্থানে তোমার যে অভিলাষিত থাকে তাহা যাচঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিও না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজা বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ইদৃশ পরোপকারতা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহা

সনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজা তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি দশমী কথা সমাপ্ত।—

একাদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজা অভিষেক কারন সিংহাসনে বসিবার কারন সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এত সুম্বো একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজা শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ব থাকে। ভোজরাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি কপ মহত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজা শুন রাজা

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প

করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ব দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না। গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনেং অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পর অত্যন্ত নির্দ্ধন পুরন্দর হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এই রূপ সর্ব্বত্রে অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র

জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শর্য্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল। তথাপি ধন গবির্বত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীত পুর নামে পুরিতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রী লোক রোদন করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিলেন আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন

স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ ও যোগপাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে ঐ নগরের কিঞ্চিত দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর খড়্গ হস্ত হইয়া যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে

ক্ষুরাঘাতে দয়া রহিত হইয়া তাড়না করি তেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রী লোককে তাড়না করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ থাকে আর আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল কিঞ্চিৎ কাল রাজা রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসের মস্তক খড়্গে ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্ৎ প্রায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্বিক স্বভাব তোমার প্রসাদে সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান

গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া যেমত দেন তদ্রূপ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম। এই রূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর ওঁয়ো রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসী ন্যায় জানুন নবশত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং ঐ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে শুনাইয়া কহিলেন

হে ভোজরাজ শুনিলে রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আইস সিংহাসনে বইস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি একাদশী কথা সমাপ্ত।—

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারণ. সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হবা মাত্রে, দ্বাদশ পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্র

মাদিত্যের ঔদার্য্য কিদৃক। পুত্তলিকা কহিলেন
হে ভোজরাজ শুন এক দিবস রাজ্যাবলোকন
কারন যোগপাদুকারোহন করিয়া নানা
দেশ ভ্রমন করিতে২ এক স্থানে দেখিলেন
নদীতীরে দেবালয় সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মনেরা
শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্র
বিচার শুবনের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে
গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা
প্রৌঢ়বাদে আপনা২ পক্ষ স্থাপন কারন শাস্ত্র
যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।
ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন
শাস্ত্রের যাথার্থ নিরূপন পণ্ডিতের কর্ম্ম যথা
র্থাপলাপ করিয়া সপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয়
যে পণ্ডিত হইয়া সপক্ষ স্থাপন নিমিত্ত দুরা
গ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে
সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্ম শিষ্যবর্গ
কে ও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য

শ্রবন করিয়া আপন মনেং বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারে আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হবেন। এই রূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচার হইতে নিবর্ত্ত হইলেন। ইত্যোবসরে ঐ নদীরতীরে এক উত্তম রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া তথাতে যেং লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া তথা যে সকল ছিলেন তাহারা কেহ নিকটে গেল না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুনাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি আমার পরম বন্ধু

বন্ধু সেই যে বিপত্ত্য কালে উপকার করে অতএব আমার স্থানে এক দিব্য দ্রব্য মূলিকা নামে আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহন কর এ দ্রব্যকে যখন যাহা মাগিবা তত্ক্ষনে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মূলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রান ত্যাগ করি লেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনা মাত্রে ঐ মূলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগ পাদুকা রোহন করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহি লেন। হে ভোজরাজ তুমি যদি এমত দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজা ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্ত।—

ত্রিয়োদশী পুত্তলিকার কথা ।

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজা অভিষেক কারন সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রিয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য হয় যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ব হয়। ভোজরাজা এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধান পূর্ব্বক শুন' এক দিবস রাজা কৌতুক পূর্ব্বক যোগপাদুকারোহন করিয়া নানা দেশ ভ্রমন করিয়া এক নগরের নিকট বনে উপস্থিত হই লেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধ

পুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষ
কে দেখিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।
সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য
কি নিমিত্তে আইলা রাজা কহিলেন হে যোগী
আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি রূপে জানিলেন।
সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি
অবন্তী নগরে রাজ সিংহাসনে দেখিয়াছি
তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তর ভ্রমণ করি
তেছ এ ভাল নহে স্বদেশ থাকিয়া সর্ব্বদা
রাজ্য চিন্তা করিলেই রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব
অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা
বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া
ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা শুনিয়া বিক্রমা
দিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য
হয় তাহার প্রতিকার নাহি যদি তাহার প্রতি
কার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ
পাইতেন না অতএব সমস্তই অদৃষ্টায়ত্ত

ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীষণ্ড নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশ হইতে রাজাকে পট্টরাজ্ঞীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষ তলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চজন যক্ষ থাকে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজাকে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন

প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রী সমভিব্যাহারে নগরের মধ্যে বাস স্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবস প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রী বর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তীকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জয়শেখররাজাকে আপন উপরে আরোহন করাইয়া রাজ সিংহাসনের নিকট আনিলেন অপর মন্ত্রীবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন; কিছু দিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল তৎকালে রাজা পাট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহারাজ শত্রু রাজাগণের চক্রে বুঝি তোমার এ দেশ না থাকিবে। অতএব আপনকার হিতে

ষিনী হইয়া স্মরণার্থ আমি কহি যে রাজা
ব্যসনাসক্ত হন তাহার হীন বুদ্ধি সামর্থ্য
সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাঁহার
ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে
কাম প্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয় ক্রোধ প্রযুক্ত
আট প্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টা
দশ প্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম
ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যাজ্য। কামজ দশ প্রকারের
এই বিবরন মৃগয়াতে আসক্তি এক দূতক্রীড়া
সক্তি দ্বিতীয় দিবানিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা
পরাপবাদ করন চতুর্থ স্ত্রৈনতা পঞ্চম
অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্য দর্শনে আসক্তি সপ্তম
গীত শ্রবণে আসক্তি অষ্টম বাদ্য শ্রবণে
আসক্তি নবম নিরর্থক ইতস্ততোভ্রমন দশম
এই দশ প্রকার কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা
আসক্ত যে রাজা হন তাঁহার অর্থ বীর্য্য উভয়
নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের

এই বিবরণ খলতা এক সাধু লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধী লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম। ছলক্রমে পর ধনের গ্রহণ অবশ্য দেয়দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ পরের ভর্ৎসন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারায় লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এই রূপ ক্রোধজ অষ্টবিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হয় সে আপনি নষ্ট হয় এবং তাহার রাজ্য ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাসক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্ট চিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি নিকটে আমরা সকল বিপদগ্রস্ত হইব। পট্টমহিষী রাজাকে এই রূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন।

তদনন্তর রাজা রানীকে কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া ছিলাম সে বটবৃক্ষ ও আছেন এবং সে বটবৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষেরা ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে। আইস পাসক্রীড়া করি। রাজা এই কহিয়া রানীর সহিত পুনর্ব্বার পাসক্রীড়াতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তি কাল উপস্থিত জানিয়া পরামর্শ পরস্পর করিলেন। আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোনই ক্ষমতা নাহি কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমারা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমার

দের বড় লজ্জার বিষয় মহতের এই ধর্ম্ম সুবর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব আমারদিগে যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুরদিগকে নষ্ট করিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষেরা রন করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রানী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগন অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রানীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষেরা শুনিতে পাইয়া রানীকে সম্বোধিন করিয়া কহিলেন হে কল্যানি যে রূপে তোমার রাজার শত্রুবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারন শুন। আমরা পুর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করনীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘ প্রতাপে সে পুষ্করণীর সমস্ত জল

শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করনীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করনীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জল পূর্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রান পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয় শেখর ইনি পূর্ব্ব জন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরন করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না।

পুরুষে চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মতে যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ। আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতে ও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেক হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানি বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামনি দিলাম। রাজা চিন্তামনি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রনতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে দীন যাচঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামনি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া

যোগপাদুকায় আরোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্বতা তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্বতা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হও। তদ্দিবসে ভোজরাজা ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ত্রিয়োদশী কথা—

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে শ্রীভোজরাজা ওপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজ রাজাকে কহিলেন